নির্লজ্জের শহরে থেকে কি হবে - অমলা শঙ্কর

সাক্ষাৎকার ঃ - নীলাদ্রি শেখর গঙ্গোপাধ্যায়

তিনি চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন সঙ্গে নিয়ে অসংখ্য স্মৃতি । তিল তিল করে সংগৃহিত অমূল্য রত্নরাজিও চলে গেছে। তিনি চলে
যাচ্ছেন । অমলা শঙ্কর। শুধু বিখ্যাত কার স্ত্রী বা মা নন, তিনি অমলা শঙ্কর। ভারতীয় নৃত্য কলার এক অবিস্মরণীয় মাইল স্টোন। কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতার বুকে একরাশ পুঞ্জিভূত অভিমান ফেলে রেখে অবশেষে তিনি চলেই গেলেন গত ২ রা জুন। তাঁর কলকাতা ত্যাগের ঠিক একদিন আগেই মৌহারি'র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে উগরে দিলেন তাঁর হতাশা .....।

তাহলে কি চলে যাওয়াই ঠিক হলো?

হ্যাঁ, অবশ্যই। নির্লজ্জের এ শহরে আর থেকেই বা কি লাভ। যারা তার নিজের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতির উৎকর্ষকে ভুলে আছে তাদের সঙ্গে আর থেকেই বা কি লাভ!

কোথায় যাচ্ছেন?

পুতাপুতি, সাঁই বাবার আশ্রম। উনি সমঝদার লোক। শিল্পের, শিল্পীর কদর করেন। আপাতত তাঁর কাছেই।

কিন্তু , শুনলাম সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন সব স্মৃতি!

কোথায়, কার কাছে রেখে যাবো? কে দেবে এর সঠিক মূল্য? রক্ষণাবেক্ষণই যখন হচ্ছেনা।

তবে আপনার স্বামী উদয় শঙ্করের সেই সব দুষ্প্রাপ্য বাদ্য যন্ত্রে সংগ্রহও চলে যাচ্ছে।

অবশ্যই। প্রায় ১৫০ এরও বেশী লুপ্তপ্রায় বাদ্য যন্ত্রের সংগ্রহ চলে গেছে পুতাপুতিতে। ওখানেই এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হবে। কি না ছিল এই সংগ্রহে। সাত ফুট লম্বা সারেঙ্গী, ছোট দুটো ট্রাইব্যাল ম্যাসেঞ্জার ড্রাম। জান একবার আমরা গাড়িতে করে যাচ্ছি। বহু দূর থেকে একটা শব্দ আসছে অথচ স্পষ্ট -- প্রায় তিন মাইল গাড়ি ছুটিয়ে যখন জায়গাটায় পৌছালাম, আমরা তো অবাক, এই টুকু পুঁচকে একটা বাদ্য যন্ত্রের এত আওয়াজ। মাত্র ৫০ পয়সায় সেদিন তিনি কিনে নিয়ে ছিলেন যন্ত্রটি ।এর পর ৮০০ টাকা খরচ করে এর বাক্স বানাল। এই সব দিয়ে দিয়েছি।

এগুলো কি কোলকাতায় থাকতে পারত না?

কেউ আগ্রহ না দেখালে আমি কি করব। আমি তো আগেই বলেছিলাম হয় এগুলো সঠিক স্থানে যাবে নয় আমি নিজে এগুলোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবো। আমাকে সোউদ্‌বি, ব্রিষ্টি'র মত বড় বড় নিলাম সংস্থা ব্ল্যাঙ্ক চেক পর্যন্ত দিয়েছিল কিন্তু আমি দিইনি। আগলে রেখে ছিলাম শুধু একটু সঠিক জায়গার আশায়। আমি নিশ্চিন্ত আজ তা পেয়ে গেছি।

পুতাপুত্তিতে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কি ভাবে হচ্ছে একটু বলবেন?

ওখানে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে একটি উদয় শঙ্কর আর্কাইভ তৈরী হয়েছে। কিছু দিন আগেই উদ্বোধন হয়ে গেল। ওতেই একটা মিউজিয়াম হচ্ছে - সেখানেই এগুলো প্রদর্শিত হবে। আর রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলছো -- জান এখনও অবধি প্রায় ১,২০,০০০ টাকা খরচ হয়ে গেছে শুধু কিছু যন্ত্র সারাতে। সবটাইতো ওরা করছে । তাই তো আমি আজ এত নিশ্চিন্ত।

তবে কি এবার আপনি পুরোপুরি অধ্যাত্ম নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন?
আরে না না। আমি শ্রদ্ধা করি আমার সুসময় কে । আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোই তাই ধর্ম, আমার পূজো, তাতে কোন আনুষ্ঠানিক আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই।
তবে সাঁইবাবাই কেন.....
তাঁর সঙ্গীত প্রীতি আর শিল্পীদের প্রতি ভালোবাসা দুইই আমাকে নাড়া দিয়েছে।
তবে কি উদয় শঙ্কর এবং আপনার সব স্মৃতি এ শহরের বুক থেকে হারিয়ে যাবে?
এ শহরে কি হবে না হবে তা নিয়ে আমি আর ভাবি না। যে শহর তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মান দিতে পারেনা! আচ্ছা ভাবো তো কেন আজও কলকাতায় উদয়শঙ্করের নামে কোন মঞ্চ নেই? নেই কোন আর্কাইভ বা মিউজিয়ম। এর পরও কি এই শহরের প্রতি সুখ দুঃখের সহমর্মী হওয়া চাই। উদয়শঙ্করের ইন্ডিয়ান কালচারের ইনস্টিটিউসনের জন্য যেখানে একটু জমি পাওয়া গেল না সেখানে কি সারা জীবন থেকে যাওয়ার কোন মানে আছে।
সরকার তো রবীন্দ্রসরোবরে কিছুটা জায়গার প্রস্তাব করেছিল?
হ্যাঁ করেছিলো -- কিছু দিন আগেই একটা টিভি নিউজে আমার যাবার খবর দেখে বুদ্ধবাবু (মুখ্যমন্ত্রী) হঠাৎই মম (মমত াশঙ্কর), চন্দ্রোদয় আর তনুশ্রীকে ডেকে পাঠান। তখনই তিনি এ প্রস্তাব দেন। কিন্তু আমি তো চেয়েছিলাম একটুকরো শা ন্তিপূর্ণ স্থান যেখানে উদয়শঙ্করের স্বপ্নের আলমোড়ার ঢঙে কিছু একটা করতে। যা কল্পনার নায়ক চরিত্র উদয়ন চেয়েছিল। যেখানে রবীন্দ্রসরোবরের মত অশান্তি পূর্ণ, অসামাজিক লোকজনে ঘেরা জায়গায় আমি কি করে যাবো। এটা সরকার ভেবে দেখলো না!
আর যদি কোন দিন না ফেরেন তবে কি হবে আপনার স্বপ্নের ইনস্টিটিউসনের?
দেখি কি হয়। একটা কিছু তো হবেই। মম রইল, তনু রইল।
এক রাশ হতাশা, ক্লান্তি নিয়ে স্বামীহারা এক স্ত্রী, পুত্র হারা এক মা পাড়ি দিলেন আনন্দনগরীকে পেছনে রেখে এক অজান ার উদ্দেশ্যে। এই যাত্রাকে কি বলবো -- লজ্জা, অন্যায়, পাপ, জানি না। লজ্জা, অন্যায়, পাপ, যাই হোক তা একই সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক নগরে, সরকারের, এবং সমস্ত নাগরিকের। হ্যাঁ সেই সব নাগরিকের যাঁরা তাঁদের নগর থেকে হারালো ত াদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ঝিঅর্জিত সমস্ত সম্মান।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com